যুগান্তর

তারিখ ... 13 MAR 2012
পৃ ... ২০ কলাম ... ৮

সাবেক ভিসি এরশাদুলের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার রুল : কাঠগড়ায় ৩১ শিক্ষক

যুগান্তর রিপোর্ট

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাউবি) সাবেক ভিসি অধ্যাপক এরশাদুল বারীর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। ইতিহাস বিকৃতির অভিযোগের বিষয়ে ব্যাখ্যা দিতে হাজির না হয়ে আদালতের আদেশ লঙ্ঘন করায় সোমবার বিচারপতি এএইচএম শামসুদ্দিন চৌধুরী ও বিচারপতি জাহাঙ্গীর হোসেনের বেঞ্চ এই রুল জারি করেন।

বাউবির দুটি বইয়ে ইতিহাস বিকৃতি

কেন তার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগে ব্যবস্থা নেয়া হবে না, তা জানতে চাওয়া হয়েছে। ১০ এপ্রিল আদালতে হাজির হয়ে তাকে এ বিষয়ে ব্যাখ্যা দিতে বলা হয়েছে। ওই দিন তার উপস্থিতি নিশ্চিত করতে পুলিশের মহাপরিদর্শক ও ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বিকৃত ইতিহাস উপস্থাপনের অভিযোগে ২০১০ সালে দায়ের করা এক রিটের শুনানির একপর্যায়ে গত ১ মার্চ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিসহ দুই বইয়ের ৫ লেখককে তলব করেন আদালত। এই পাঁচ লেখক হচ্ছেন— ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভিসি অধ্যাপক হারুন-অর-রশিদ এবং একই বিশ্ববিদ্যালয়ের চার অধ্যাপক শওকত আরা হোসেন, সাবিহা সুলতানা, মাহফুজা চৌধুরী ও দেলোয়ার হোসেন। পরে ৫ মার্চ একই অভিযোগে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি অধ্যাপক এরশাদুল বারীকে তলব করেন হাইকোর্ট। পরদিন ৬ মার্চ আদালত উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও ৩৩ শিক্ষককে তলব করেন। একই সঙ্গে আদালত ইতিহাস বিকৃতির অভিযোগে অভিযুক্ত বেশকিছু শিক্ষকের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগসহ বিভিন্ন অভিযোগে মামলা

অবমাননা : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

অবমাননা : আদালত

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

দায়ের করতে নির্দেশ দেন। জানা গেছে, যে অনুযায়ী রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয়টির পক্ষ থেকে গাজীপুরের জয়দেবপুর থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলাটি নিয়ম অনুযায়ী সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমতির জন্য পাঠানো হয়েছে। এছাড়া হাইকোর্টের আদেশ অনুযায়ী রোববার দুই বইয়ের পাঁচ লেখক, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ফরাস উদ্দিন এবং তলবকৃতদের মধ্যে ৩১ জন শিক্ষক আদালতে হাজির হন। শেষোক্ত তলবকৃতদের মধ্যে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুগোলের সাবেক প্রভাষক এম দেলোয়ার আকবর থাকলেও তিনি আদালতে আসেননি। হাজির হওয়াদের মধ্যে দর্শনের সহযোগী অধ্যাপক ড. জেবেদা আক্তার কর্তৃক ব্যক্তিদের মঞ্চলবার আবারও আসতে বলা হয়েছে। সোমবার ফরাস উদ্দিন, ড. হারুন-অর-রশিদ, অধ্যাপক শওকত আরা হোসেন, ড. জেবেদা আক্তার ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আহিদুজ্জামান চান আদালতে বক্তব্য দেন। আদালতে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির পক্ষে অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল এমকে রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন শিক্ষক ফেরদৌস, হাসানুজ্জামান ও নিস রওশন জিন্নাত আরা নাজনীনের পক্ষে ব্যারিস্টার রুহুল কুদুস কাজল শুনানি করেন। এছাড়া আদালতে উপস্থিত অ্যাডভোকেট ইউসুফ হোসেন হুমায়ুন বক্তব্য রাখেন। ফরাস উদ্দিন প্রতিবেদন উপস্থাপন করে বলেন, ইতিহাস বিকৃতির সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য আমরা সুপারিশ করেছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আদালতে আসার পূর্ব পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। এমনকি ওই তদন্ত প্রতিবেদনে ড. হারুন-অর-রশিদ ও শওকত আরার কাছে ক্ষমা চেয়ে চিঠি দেয়ার জন্য উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠি দেয়া হলেও তারা তা করেনি। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিকৃতি নিয়ে ২০১০ সালে গঠিত একটি তদন্ত কমিটির প্রধান ছিলেন ফরাস উদ্দিন। তিনি বলেন, ব্যক্তিবর্গের বিষয় হল, ট্রেজারার শান্তিরঞ্জন ঘোষ গুণী ও দক্ষ শিক্ষক এবং মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের লোক হলেও ইতিহাস বিকৃতির সঙ্গে জড়িত ড. গাজীর আহসানকে রক্ষার জন্য বারবার চেষ্টা করেছেন। তার প্রতিবেদন দেখে মনে হয়েছে, ব্যক্তিবিশেষকে বাঁচানো এবং ড. জেবেদাসহ নিরীহ ব্যক্তিদের জড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে। ফরাস উদ্দিন দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন। এ সময় আদালত বলেন, বিশ্বায়নতত্ত্বদের বুলিস কার্যক্রম সব সময়ই ছিল। আমরা কাউকেই ছাড়ব না। এ সময় এমকে রহমান বলেন, ফরাস উদ্দিনের বক্তব্য পুরোপুরি সঠিক নয়। এ সময় আদালত ফরাস উদ্দিনকে উদ্দেশ করে বলেন, আপনার এখনকার বক্তব্য প্রতিবেদনের সঙ্গে পুরোপুরি মিল নেই। আপনার বক্তব্য দেখে মনে হচ্ছে, প্রতিবেদনটি দিয়েছিলেন স্বাধীনভাবে। এখন দোষীদের কর্মকাণ্ডের ওপর জোর দিচ্ছেন বেশি। পরে আদালত অধ্যাপক হারুনকে উদ্দেশ করে বলেন, ইতিহাস বিকৃতি নিয়ে বই প্রকাশের পর ২০০৯ সালে সংবাদপত্রে রিপোর্ট হয়েছে। এরপর হাইকোর্টে রিট হয়েছে। এর পূর্ব পর্যন্ত আপনি কেন ব্যবস্থা নেননি? এটা কি আপনার দায়িত্বে অবহেলা নয়? এ বিষয়ে আপনার বক্তব্য কি? জবাবে হারুন-অর-রশিদ বলেন, কে কিভাবে বিকৃত করে বই প্রকাশ করল, এটা আমার জানার কথা নয়। সাংবাদিকদের উচিত ছিল, বিষয়টি নজরে আনার। সেটা হয়নি। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও আমাকে জানায়নি। আমার কোন সন্তান উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী নয়। এ কারণে জানতে পারিনি। আমার নজরে আসার পর আমি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়েছি। আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে সময় লেগেছে। আমার ন্যূনতম অবহেলা নেই। এ সময় আদালত বলেন, একটি বইয়ে আপনার নাম ব্যবহার করে এত জঘন্য কথা বলা হচ্ছে, অথচ আপনি জানবেন না, তা কি করে হয়? এক্ষেত্রে আপনার নিজেরই অবহেলা রয়েছে। আপনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া আমাদের করার কিছু নেই। আপনার অবহেলার জন্য পরবর্তী প্রজন্ম আপনাকে কোন চোখে দেখবে, সেটা একটা বড় প্রশ্ন। পরে ড. জেবেদা আদালতে কান্নাজড়িত কণ্ঠে নিজেকে নির্দোষ দাবি করে বলেন, আমি আদালতের দিকে তাকিয়ে আছি। জবাবে আদালত উপস্থিত আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য অ্যাডভোকেট ইউসুফ হোসেন হুমায়ুন ও সরকারদলীয় সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট নুরুল ইসলাম সুজনকে উদ্দেশ করে বলেন, ইতিহাস নিয়ে প্রলয় ঘটে গেল। এই সরকারের তিন বছর অপেক্ষা করতে হল। নির্দোষ ব্যক্তিদের আদালতের দিকে তাকিয়ে থাকতে হল। এর চেয়ে লজ্জাজনক কী হতে পারে? ইউসুফ হোসেন হুমায়ুন বলেন, কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে অবহেলা করে থাকে, তবে তার বিষয়ে আদালত ব্যবস্থা নিতে পারেন। পরে শওকত আরা হোসেন নিজেকে নির্দোষ দাবি করে বলেন, আমাদের দেশে শাসক বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু বদলে যায়। যখন এই বইয়ে ইতিহাস বিকৃতির ঘটনা ঘটে, তখন অন্য একটি সরকার ক্ষমতায় ছিল। ইতিহাস বিকৃতির সংবাদ পত্রিকায় দেখে আমি প্রতিবাদ পাঠিয়েছি। আমি নির্দোষ। আদালতে আহিদুজ্জামান চান বলেন, জোট সরকারের আমলে এমন নির্যাতন হয়েছে, যা কোন কোন ক্ষেত্রে একাত্তরের নির্যাতনকেও হার মানায়। ওই সময়ে ইতিহাস বিকৃতির ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই। এ সময় আদালত সাবেক আইনমন্ত্রী আবদুল মতিন খসরু, [illegible] বলেন, [illegible] প্রজন্মের [illegible] গোপাল, জয় বাংলা পৃথিবী থেকে ৭৫ সালে সরিয়ে দিলাম। [illegible] বই দেখা হয় কি করে? যারা জাতির জনককে মানেই না। জয় বাংলা মুছে দেয়ার চেষ্টা করেছে, তাদের কয়েকটি জাহাজ ভাড়া করে পাকিস্তানে পাঠিয়ে দিতে পারেন না? ওখানে বসিয়েই আইএসআই তাদের পয়সা দেবে। শুনানিকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদ ও অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞা আদালতে উপস্থিত ছিলেন। ৬ মার্চ তলব আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে জড়িত হওয়া ৩১ শিক্ষক হচ্ছেন— ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মোঃ ফেরদৌস হাসান, অধ্যাপক নিস রওশন জিন্নাত আরা নাজনীন, অধ্যাপক হাসানুজ্জামান চৌধুরী, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. মোঃ আবদুল করিম, বাউবির সাবেক শিক্ষক প্রফেসর ফরিদ আহমেদ, বাউবির সাবেক শিক্ষক বর্তমানে চট্টগ্রাম ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কামাল উদ্দিন, বাউবির সহযোগী অধ্যাপক নাজনীন আহমদ, আয়ুর্বেদ অভী মাতব্বর, ড. জেবেদা আক্তার, মিজানুর রহমান, এবিএম গায়রুল ইসলাম, মোঃ দুদুর উদ্দিন, ড. মোঃ আবদুর রাহিম, বাউবির সাবেক ডিন ড. মোঃ আলিমুর রহমান, সাবেক প্রভাষক এইচএম দেলোয়ার আকবর ও বাউবির অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক মোঃ আনসারুজ্জামান, বাউবির শিক্ষক ড. মোঃ নজরুল ইসলাম, মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, মাহবুবুল ইসলাম, ড. সাদিয়া আফরোজ সুলতানা, সাবিনা ইয়াসমিন, আবু সাঈদ মোঃ রিপন, ড. মোঃ আমিরুল ইসলাম, রাফসান মাহমুদ, মিসেস অনন্যা দাশগুপ্তা, মিসেস শিরিন সুলতানা, এসএম রেজাউল করিম, মোঃ জাকির আহমেদ, মিসেস তাসরুন জাহান, মামুন মোঃ পারভেজ ও মোঃ কবির উদ্দিন। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ মাধ্যমিক সমাজবিজ্ঞান ও পৌরনীতি বইয়ে জিয়াউর রহমানকে স্বাধীনতার ঘোষক উল্লেখ করায় ইতিহাস বিকৃতির অভিযোগে ২০১০ সালে হাইকোর্টে একটি রিট মামলা করা হয়। একই বছরের ২৫ জানুয়ারি এ বিষয়ে রুল জারি করেন। রুলের শুনানিকালে পর্যায়ক্রমে শিক্ষকদের তলব করেন হাইকোর্ট।